

স্বদেশীয় শিক্ষার্থীদের

তারিখ
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

নীলফামারীতে স্কুলে আ'লীগ-ছাত্রলীগ ক্যাডারদের তাণ্ডব : জিয়া-খালেদার ছবি ভাঙচুর ছাত্রীরা লাঞ্চিত

নীলফামারী থেকে মোশাররফ হোসেন ৥ আওয়ামী ক্যাডাররা ডিমলায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে অফিস ও শ্রেণীকক্ষে ভাঙচুরের তাণ্ডব চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছবি ভাঙচুর ও জাতীয় পতাকা ছিন্নভিন্ন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রীসহ কয়েকজন অভিভাবককে শ্রহার ও লাঞ্চিত করেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল, মিটিং অব্যাহত রেখেছে। এ নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খয়রাত

হোসেন বিদ্যালয়ে হামলা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাঙচুর ও জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় লিখিত অভিযোগ ডিমলা থানায় মামলা করার পরও গত ৪ দিনে তা রেকর্ডভুক্ত না করার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার উত্তর খুনাগাছচাপানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইক্বাকার মির্জাকে বিদ্যালয়ের দক্ষাধিক টাকা আত্মসং, ব্যাপক অনিয়ম, মানোজ্জিং কমিটির সাথে দুর্ব্যবহার, ছাত্রীদের সাথে অসদাচরণ, ৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

জিয়া খালেদার ছবি ভাঙচুর ছাত্রীরা লাঞ্চিত

৮-এর পৃষ্ঠার পর
শিক্ষকদের দলীয়করণের অভিযোগে মানোজ্জিং কমিটি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। প্রধান শিক্ষক ইক্বাকার মির্জা আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন সেক্রেটারী আব্দুল মান্নান শাহর ছোট ভাই। গত সংসদ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী হামিদা বানু শোভাকে উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধর্ষণের নীকা উপহার দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক ইক্বাকার। তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় আওয়ামী সন্ত্রাসী ক্যাডাররা গত ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষ ও শ্রেণীকক্ষে ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। অফিস কক্ষে

উপস্থিত থাকলেও কোন ছাত্রীকে পাওহা যায়নি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, ছাত্রীরা ভয়ে বিদ্যালয়ে আসছে না। বিদ্যালয় থেকে ৫শ' গজ দূরে ইউপি কার্যালয় ডিমলা থানার ওসি আব্দুল হামিদ, এসআই আসগর আলী একদল পুলিশ নিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দেয়া সাবেক প্রধান শিক্ষকের একটি মামলা তদন্ত করেন। সেখানে ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা ছিলেন। সাংবাদিকরা থানার ওসির কাছে বিদ্যালয়ে হামলা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাঙচুরের ঘটনা জানতে চাইলে তিনি জানান, এ ঘটনা জানা নেই। জানার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে বল হলে তিনি যেতে অণারগতা প্রকাশ করেন। ওসি ও এসআই আসগর আলীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত লোকজনের মাঝে যথেষ্ট সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয়। এদিকে বিদ্যালয়ে হামলা, প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার প্রতিবাদে স্থানীয় যুবদল, ছাত্রদল ও সাধারণ জনগণের উদ্যোগে খুনাগাছচাপানী বাজারে মিছিল-মিটিং অব্যাহত রয়েছে।

রক্ষিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছবি নামিয়েও ভাঙচুর করে। এমনকি বিদ্যালয় চত্বরে উড়ানো জাতীয় পতাকা নামিয়ে ছিন্নভিন্ন করে উল্লাস করে আওয়ামী ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। তারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরীক্ষারত ছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়ে বেধড়ক মারপিট করে পরীক্ষার খাতা ছিঁড়ে ফেলে। এ অবস্থা দেখে কিছু অভিভাবক ছাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে আহত হন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খয়রাত হোসেন ঘটনার পরপরই ডিমলা থানায় সাবেক প্রধান শিক্ষক ইক্বাকার মির্জা, আওয়ামী লীগের খুনাগাছচাপানী ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান শাহ, মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্রলীগের ফিরোজ আহমেদসহ অর্ধশতাধিক আওয়ামী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী ক্যাডারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঐদিনই এস আই আসগর আলী ঘটনাস্থলে এসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ভাঙচুরের প্রমাণাদি জব্দ করে নিয়ে গেলেও অজ্ঞাত কারণে গতকাল বুধবার পর্যন্ত মামলাটি রেকর্ড করা হয়নি। এ প্রতিবেদকসহ জাতীয় পত্রিকার ৫ জন প্রতিনিধি গতকাল বুধবার ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। বিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা